ভেদ / রানা পাল

প্রথম দৃশ্যটা এইরকম।

বাস স্টপেজে অফিস টাইমের ব্যস্ততা। তার পাশেই ছোট্ট চায়ের দোকান। মাঝ বয়সি দোকানকার। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, পাউরুটি, ডিম, আলুর দম পাওয়া যায়। দোকানটা বেশ চলে। সবসময় গেলাসে চামচে ঠোকাঠুকি করে চা করার অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়।

দোকানের ভিতরে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ছোট একটা তেল চিট্‌চিটে টেবিল ও একটা বেঞ্চি আছে, ভেতরে। খদ্দেররা কেউ সেই ঘুপচির মধ্যে বসতে চায়না। সকলের লোভ ওই দোকানের বাইরে পাতা ছোট বেঞ্চিটার ওপর। কিন্তু উপায় নেই, সকাল বিকেল সেটা পাড়ার তিনটে ছেলের অধিকারে থাকে। খদ্দেররা হুরুৎ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে, মনে মনে গজ্ গজ্ করে।

নিমু

আমার নাম নিমু। বয়স? ঠিক মত জানিনা। তবে তেইশ চব্বিশ হবে। স্কুলে গিয়ে অনেক ঘষাঘষি করেছিলাম, বেশী দূর এগোতে পারিনি। একটা কাজে ঢুকেছি। কাজটা রোজই রাত্রে করতে হয়। হাতে কিছু আসে।

এসব এখন এই আড্ডার ঠেকে বসে ভাবতে পারছি না। সামনে বাস স্টপেজে দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘন ঘন এদিকে তাকাচ্ছে। বেশ লাইনের মনে হচ্ছে। এবার তাকালেই চোখ মারব।

পাশে বসা পতানকে খোঁচা দিলাম। দেখলাম, ও-ও ওই দিকে তাকিয়ে আছে। ও শুধু ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ফিট্ আছে মাইরি।

পতানের ওপাশে বসে থাকা শান্তকে দেখলাম। শান্ত তো শান্তই। এখনও বাচ্চা আছে। বাপের লালু ছেলে। ও দেখলাম মাঝে মাঝে মেয়েগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। ও আবার কিসব পেরেম ফেরেমের কথা বলে। যত্ত সব। আমার মতে বাবা, মাগী তুলে লাও, লুটে লাও, ফেলে দাও।

পতানটা আমার লাইনে আছে। ও আর আমি একসাথে অনেক কাজই করেছি। আজকাল ও আবার বলে কি! বলে, ইস্ কত মেয়ের পবিত্রতা নষ্ট করেছি। এসব ঐ শান্তর সাথে ঘোরার ফল। ও এসব বাওয়ালি ঝারে। হুঃ পবিত্রতা? মেয়েরা কত পবিত্র থাকে আমার জানা আছে।

আঃ জ্বালিয়ে দিল। এই মাত্র একটা ট্রাক জোর স্পীডে বেরিয়ে গেল। ট্রাকটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোরে হাওয়া এলো। বাঁ দিকের মেয়েটার পেটের ওপর থেকে আঁচল সরে গেল। মেয়েটা তাড়াতাড়ি আঁচলটা টেনে নিল। কিন্তু আমি ওর গভীর নাভিটা দেখে নিয়েছি। মনে হ'ল বড় এক খন্ড পেলব মাখনের মাঝে আঙুল ডুবিয়ে কে একটা গর্ত করে দিয়েছে। আমি ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে পরছি।

আঃ জ্বালিয়ে দিল, আমি জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। মেয়ে দুটো চম্‌কে আমাদের দিকে তাকাল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সেই চায়ের দোকানের সামনের ছোট বেঞ্চিটায়, সকালের মত এবেলা তিনজন বসে নেই। শুধু পতান বসে আছে।

এই দোকানের রোজকার খদ্দেররা সকলেই জেনে গেছে, তিন মক্কেল রোজ সকাল বিকেল জুটবে। তাই বেঞ্চিতে একজন বসার পর জায়গা থাকলেও কেউ সাহস করেনা। এই তিনজনের মধ্যে নিমু আর পতান, এই দু'জনকে অনেকেই ভয় করে।

পতান ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। নিশ্চয়ই নিমু বা শান্তকে খুঁজছে। ওর মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওর একা থাকতে ভাল লাগছে না।

পতান

ধুর্, এরকম বোকার মত একা একা বসে থাকতে কারো ভাল লাগে? শালা দুটো কি ঘুমিয়ে গাল ফুলিয়ে বেড়োবে নাকি? বেশী ঘুমোলে যে আবার চোখ ফুলে ভোম্বল দাস হয়ে যাবে, সে খেয়াল থাকে না।

আজ আমরা তিন জনে মিলে সিনেমায় যাব। আচ্ছা এটা আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে, প্রত্যেক পাড়ায় দেখি অন্ততঃ ছ-সাত জন করে আড্ডায় বসে। আর আমরা এখানে মাত্র তিন জন। পাড়ায় আর কোন ছেলে আমাদের বয়সী নেই। তাই আমাদের সঙ্গে জমে না। আমরা কি রকম একা একা তিন জন।

যত ভাবি ভাবব না, তাও মনে পড়ে যায়। ওই তো সামনে বাস স্টপেজ। সকালের দৃশ্যটা এখনও চোখে স্পষ্ট ভাসছে। ট্রাকটা জোরে বেরিয়ে গেল। নিমু আমার পেটে একটা খোঁচা মারল। সোজা স্টপেজের দিকে তাকালাম। যা দেখলাম।

মেয়েটার বুক থেকে আঁচল সরে গেছে। দুই বুকের মাঝখানে স্পষ্ট গভীর ভাঁজ। মনে হ'ল যেন দুটো পাহাড় এসে মিশেছে।

এসব আজকাল আর ভাবতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, এসব অশ্লীলতায় কোন সার্থকতা নেই, কোন পরিণতি নেই। যা পাপ করেছি, তার ফলেই বোধহয় আমার এখন এ অবস্থা। নিমুর সাথে ঘুরে ঘুরে বি এ-টা ফেল করলাম। আমাদের মত ছেলেদের কি আর পড়াশুনো হয়? তার ফলে যা হয়, বেকার বসে আছি। অবশ্য পাশ করলেই কি চাকরী পেতাম?

বড্ড বাওয়াল দিচ্ছি, না? ভাল হয়ে কিচ্ছু হয় না। ভাল ভাল করে ঠকেই যেতে হয়। ও আমি জানি। তাও শান্ত'র কথাগুলো শুনলে মনের মধ্যে কেমন যেন করে। মনে হয় পবিত্রতা একটা শীতল শান্তির মত।

আরে ঐ তো নিমু আসছে। যা ভেবেছি ঠিক তাই, দুপুরে ঘুমিয়েছে। বেশ নকশা দিয়ে বেরিয়েছে দেখছি। কোথাও যাবে নাকি? ওঃ হো সিনেমায় যাব তো। ও যে সারা রাত কোথায় কি করে, আজও আমাদের বলেনি। বলার মধ্যে তো আমরা দুজন, আমি আর শান্ত। যাক্ যে যা খুশী করুক। তবে ইন্‌কাম করে কিছু।

নিমু পাশে এসে বসল। আমি বললাম, খুব ঘুমিয়েছিস। চোখ এত ফুলেছে যে হাসতে গেলে চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঐ রকম অদ্ভুতভাবে হেসে ধরা গলায় বলল, হ্যাঁ, শুয়েছিলাম, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম।

ওর কথাগুলোই এরকম অদ্ভুত, শুয়েছিলাম, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম। সিগারেট নে, আমি বললাম। ও গুরু পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢোকাল। উঠে গিয়ে পানের দোকান থেকে সিগারেট কিনে যখন ফিরে এল, ওর ঠোঁটের কোনা থেকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে।

তৃতীয়টি একটি মোটামুটি ভীড় বাসের ভেতরের দৃশ্য।

বাসের পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে শান্ত। সামনের দিকে নিমু আর পতান আছে। ওরা তিন বন্ধু সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। বাসে উঠেই সামনের দিক থেকে ওরা চেঁচিয়ে বলে দিল, শান্ত তুই টিকিট কাট। এই ভীড়ের মধ্যে শান্তর এমনিতেই ভাল লাগছিল না। ও চুপ করে রইল।

শান্ত

ওদের সাথে কোন দিন কোন ব্যপারেই মিলল না। তবুও ওদের সাথেই বসতে হয়, সকাল বিকেল। কি করব, আমাদের পাড়ায় ছেলে বলতে তো ঐ আমরা তিনজন। আর এই এখনকার বয়সে নিশ্চয়ই ঘরকুনো হতে ইচ্ছে করে না। অন্ততঃ আমার অতটা বৈরাগ্য নেই।

নামার সময় তো হ'ল। ওরা এখানেই নামবে তো। ওই তো নিমু। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে। ওকি! সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির শরীরে শরীর লাগিয়ে কি করছে ও? ইস্. . . ছিঃ ছিঃ. . .

আমার আর বাসের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি নেমে গেলাম। ফুটপাথ ধরে হাঁটছি।

আমারও মেয়েদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তবে ওদের মত অশ্লীলতার দিকে টান নেই। একটা ফুলের ওপর বাতাসের থেকেও হাল্কা এক মুঠো রেনু ছড়ানো রয়েছে, আলগা বরফ কুচির মত। যেন সমস্ত স্বর্গ রাজ্য ওই টুকুর মধ্যেই কন্সেন্ট্রেটেড্। সেটাকে চট্কে নষ্ট করে দেবার কোন মানে আছে?

একটু ভেবে দখতে হয়। ওদের ওই টুকু ভাববার ক্ষমতাও নেই। থাকবে কি করে, একটা তো ওয়াগন ব্রেকার, আর একটা কোন রকমে স্কুল ডিঙিয়েছে। আমি এ বছর পার্ট টু দিয়েছি বলে পড়াশুনো নিয়ে গর্ব করি না। নিজের বন্ধুদের সম্পর্কে এরকম বলতে আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু বাসের ওই ঘটনাটা আমার মাথা গরম করে দিয়েছে।

ওদের জীবনে যেন আর কিছু নেই। জীবনের লক্ষ্যই হ'ল সুন্দরী মেয়ে। রাত দিন মাগী, মাগী করে। একদিন নিমু বলেছিল, দুনিয়ার সব মাগীর. . . ওকে থামাতে বাধ্য হয়েছিলাম। এটা সত্যিই অবজেক্শেনেব্ল্। আমি বলেছিলাম, দুনিয়ার সব বলছিস্, তার মধ্যে তো আমাদের মা, বোনরাও. . .

ওরা দুজনে এক সাথে হো হো করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, তুই শালা ছিটিয়াল আছিস্। মাইরী তোকে মানুষ করতে পারলাম না। তোকে মানুষ করতে পারলাম না, কথাটা ওরা প্রায়ই বলে। বিশেষ করে যখন সিগারেট খায়। কারণ আমি এখনও ওদের মত সিগারেট ধরতে পারিনি।

আজকের সন্ধ্যেটা তেতো হয়ে গেল আমার। বাড়ি যেতেও ইচ্ছে করছে না।

চতুর্থ দৃশ্য

শান্ত গম্ভীর ভাবে চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিটায় বসে আছে। মাঝে মাঝে কপাল টিপে ধরছে আর পকেট থেকে রুমাল বের না করেই খালি হাতে সমস্ত মুখের ঘাম মুছে নিচ্ছে। কপালের চামড়া কুঁচকে রয়েছে, সারা মুখে বিরক্তি।

চলন্ত বাস থেকেই নিমু আর পতান নামল লাফ দিয়ে। ঠিক চায়ের দোকানের সামনেই। কাছে এসে পতান বলল, কি রে কোথায় নেমে পড়লি? আমরা তোকে আর খুঁজেই পেলাম না।

নিমু বলল, সারা বাস খুঁজলাম, হলের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাজে কথা বলিস না, জোরের সঙ্গে বলল শান্ত। আমাকে অপমান করেছিস তোরা।

অপমান? নিমু, পতান দুজনেই অবাক হয়।

হ্যাঁ। আমি হলের সামনেই নেমেছি। তোরা নামলি না। ভাবলাম দুজনে কোথাও যাবি হয়ত। আসল ব্যপারটা এড়িয়ে গেল শান্ত।

না, মানে. . . আমতা আমতা করে বলল নিমু, বিশেষ একটা কাজের জন্য পরের স্টপেজে নেমেছি। তারপর এসে আর তোকে দেখলাম না। তাই ফিরে এলাম।

শান্ত মনে মনে গজ্ গজ্ করতে লাগল, বিশেষ কাজটা কি তা আমার ভালভাবেই জানা আছে। সে নিজেকে শান্ত করতেই চাইছিল। বেশী কথা বলছিল না। মনে হচ্ছিল, কথা বললেই সে চীৎকার করে সব আক্রোশের কথা বলতে শুরু করবে। আরেকবার হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছল।

পতান তেঁতুল বিচির মত চোখে কুত্ কুত্ করে হাসছিল। হাসছিল নিমুও। এবার দুজন দুজনের চোখে চোখে তাকিয়ে, ইশারা করে, বেঞ্চিটায়, শান্তর দুপাশে দুজন বসল।

পতান ধীর স্বরে ডাকে, শান্ত। শান্ত চুপ করে থাকে। পতান তেমন ভাবেই বলে, তুই এখন অশান্ত না রে?

দাঁতে দাঁত চেপে শান্ত বলে, পতান।

শান্তর রাগ আরও বাড়িয়ে দিয়ে ওরা দুজন অল্প শব্দ করে হাসল।

তোর এত রেগে যাবার কি আছে, নিমু বলল।

শুনবি? তবে মাঠে আয়, আগের মতই দাঁতে দাঁত চেপে বলল শান্ত।

নিমু বলল, চল।

পতান বলল, দাঁড়া সিগারেট নিয়ে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্ধকার মাঠে অল্প ভেজা ঘাসের ওপর তিন জন বসে আছে। দেখা যাচ্ছে দুটো সিগারেটের আলো। শান্ত এতক্ষণে বাসের ব্যাপারটা বলে দিয়েছে। নিমু ভীষণ উত্তেজিত। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে। পতানের হাতে যতটুকু সিগারেট আছে, নিমুর হাতে তার অর্ধেকও নেই। হাতে আগুন ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা।

নিমু বলল, খুব যে সাধু পুরুষ সাজছিস। তুই পেলে ছেড়ে দিতিস। শান্তর বুকের ভার এখন অনেকটা কম। ঠোঁট ওল্টানো ভঙ্গিতে বলল, পাওয়ার চেষ্টাই করি না, তো ছেড়ে দেওয়া।

না চেষ্টা কর না, মুখ ভেংচে বলল নিমু। সকালে যখন বাস স্টপে দাঁড়ানো মেয়েটার আঁচল উড়ে গেল, তুই তখন ওর নাভি দেখিস নি?

শান্ত কিছু বলার আগেই পতান ভুরু কুঁচকে বলল, নাভি? নাভি কোথায় দেখলি? আমি তো ওর বুক দেখলাম।

নিমু সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, না না নাভির কথাই বলছি, বুক কোথায়? সে যাই হোক, তুই দেখিননি? বুকে হাত দিয়ে বল, শান্ত।

না দেখিনি। শান্ত বলে।

ঝাঁঝিয়ে ওঠে নিমু। বাজে একদম বলবি না। আমি নিজে দেখেছি তুই ওদিকে দেখছিলি।

শান্ত বলল, হ্যাঁ দেখেছি।

বিকৃত গলায় নিমু বলে, পথে এসো।

তবে ওসব কিচ্ছু দেখিনি। ঠান্ডা গলায় শান্ত বলে। আমি শুধু দেখেছিলাম, মেয়েটির ঠোঁটের ঠিক বাঁ পাশে একটা সুন্দর তিল আছে। আর কিচ্ছু না।

পতানের সিগারেটটাও নিভে গিয়েছিল। কাছাকাছি আর কোন আলো ছিলনা। অন্ধকারে তিন জন চুপচাপ বসে রইল।